ভালো-বাসা

সুরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেকটা বালি পেরিয়ে জলের ধারে পৌঁছে দেখি বুড়ি উবু হয়ে বসে কী যেন করছে। জিজ্ঞেস করলাম ও বুড়ি কী করছ? বুড়ি বলল সব গেলা, সব গেলা। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি জোয়ার এসেছে। পাতা ভেজা সমুদ্রের জল গোড়ালি ছাপিয়ে উঠেছে। বুড়ির বাগদা বাছার হাঁড়ি সেই জোয়ারের জল ঠেলতে ঠেলতে ভেসে চলেছে পাড়ের দিকে। আমরাও দৌড় লাগালাম। পায়ের নীচে ছলাৎ ছলাৎ চাঁদিপুরের জলসরা বালি মাড়িয়ে পাড়ে এসে দেখি ফরেস্টের ক্যাসুরিনা হাউসের কাঠের প্ল্যাটফর্মে রোদে শুকনো শাড়ি উড়ছে পত্‌পত্‌ করে। তার আড়ালে অদ্ভুত সুন্দরী মেয়ে তার অদ্ভুত মায়াবী চোখ মেলে তাকিয়ে আছে জোয়ারের দিকে। আমাদের দেখে জিজ্ঞেস করল জল আর কতদূর গো? মন কেমন করে উঠল। প্রণবকে বললাম চলো প্রণব হারিয়ে যাই। আবার ছুটছুট। এক ছুটে পড়ন্ত বিকেলটা পেরিয়ে যেখানে এসে থামলাম, সেখানে বালিয়াড়ি ধূ ধূ করছে। তার মধ্যে অসংখ্য বেগুনি সাদা হলুদ কালো ঝিনুক পড়ে আছে নুড়ির মতো। প্রণব বলল সুরঞ্জন বাড়ি বানাবে না? আমি বললাম তাই তো! দেখো তো কি ভুল! আমরা তো এসেছি বাড়ি বানাতেই। নাও, নাও তাড়াতাড়ি শু করো। বালি দিয়ে আমরা বাড়ি বানাতে শু করলাম। বদ্রীকা দোলনা ভালোবাসে। আমি বাগানে দোলনা বসালাম। অর্পিতার পছন্দ দোলনা। প্রণব ফোয়ারা বানাল। অর্ধেকটা বানানো হয়েছে, প্রণব বলল হবে না, হবে না। আমি কেন? জলের দাগ দেখ না। রাতে জল চলে আসবে এতদূরে। ভেঙে দেবে আমাদের বাড়ি। সত্যিই তো। পড়ে রইল বাড়ি। বানানো আর হল না। এগিয়ে চললাম সামনের দিকে। দূরে দেখি এক নুলিয়া মা। পেছনে তার ছেলে। কোমরে ফুটো পয়সা। হাত টানা জাল মাথায় বয়ে ফিরছে। কি মাছ পেলে গো? আজ মরা কোটাল তো মাছ উঠেক নাই। তোমরা কুথাকে যাবে? বললাম বুড়িবালাম। মোহানা দেখবো যে। আর নদীর পাড়ে বাড়িও বানাবো। যাও সুজা। কাদা পড়িবে যে। পথ ঘুরে যাও। নুলিয়া মা ছেলে নিয়ে চলে গেল। অস্তমিত সূর্যের প্রেক্ষাপটে তা এক স্যিলুয়েট হয়ে রইল। মোহানায় কাদা, বাড়ি হবে না। বললাম চলো প্রণব গ্রামে যাই। নুলিয়া গ্রামে পৌঁছাতে রাত হল। নিকোনো উঠোন, খড়ের চাল, মাটির দেওয়াল। বললাম এই কি আমাদের বাড়ি। প্রণব বলল চলো তাহলে বানাই। পুকুর ধারে জমি কেটে আমরা বাড়ি বানাতে লাগলাম। আমাদের দুই আবোলের তাবোলে সারাটা গ্রাম যেন মেতে উঠলো। চারিদিকে ঘিরে ডুডুং নাচ রঙীন মশাল, তারা বলল, এভাবে হবে না, গলে যাবে বাড়ি গলে যাবে। এত শব্দ এত আলো, সুরঞ্জন শান্তি কোথায়? আমি বললাম অসহ্য। হঠাৎ শুনি চাঁদিপুর তিনটাকা ফার্স্ট গাড়ি তিনটাকা। পড়ে রইল গাড়ি। গড়গড়িয়ে চলল জিপ চাঁদিপুর। নেমে দেখি মেলা ভিড়, লোক গিজগিজ করছে। আমাদের দেখে হোটেল মালিকরা ছুটে এল। ঘর খালি, ঘর খালি। আমরা বললাম, আমরা তো হোটেলে থাকি না, জমি আছে? বাড়ি বানাবো। জমি তো নেই। প্রণব বলল এখানে শুধু বালি ভালো হবে না। আমি বললাম তাহলে চলো নীলগিরি যাই। বাসের মাথায় চেপে যেখানে নামলাম, দেখি ধাপে ধাপে পাহাড় উঠেছে মাটি ছেড়ে। পায়ে হাঁটা পাথুরে চড়াই পেরিয়ে সামনে দেখি এক পান্থশালা। কুঁড়েঘরে ঠাঁই দেবে গো? তারা বলল ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই। অগত্যা কি আর করা, আবার এগিয়ে চলা। পাহাড়ের মাথায় উঠতে উঠতে মাঝ দুপুর। পঞ্চ শিবলিঙ্গ সেখানে পাথরের তলায় শায়িত। তার ওপর দিয়ে ঝরনা বয়ে যাচ্ছে। দুরন্ত স্রোত। স্বপ্নে পাওয়া ঈশ্বর। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি এক সাধু। লাল থান সাদা দাড়ি। বসে বসে গাঁজা খাচ্ছে। আমরা কাছে যেতে বলল দুটো পয়সা দিবি? আমি বললাম দেখেছো ব্যাটার কান্ড। প্রণব বলল লজ্জা লোভ ভয় এ তিন যাওয়ার নয়। জিজ্ঞেস করলাম কী হবে পয়সা দিয়ে? সাধু বলল চাল ছাইবো। ঘর কোথা? তাকিয়ে দেখি পাথরের ওপর পাথর চাপিয়ে দেওয়াল বসানো। সাধুবাবা বাড়ী বানাবো? বালি দিয়ে বানানো যায় না, লোকে জমি দেয়না। পাথর দিয়ে গড়বো। এই পাহাড়ে থাকবো। সংসার ছেড়ে একা থাকতে পারবি? কামনা মুক্ত হতে পারবি? পারবি দুঃখে অনুদ্বিগ্ন থাকতে সুখে নিস্পৃহ হতে? বললাম সাধুবাবা অর্ন্তযামী তুমি তো জানো সবই। তবে হোবে না' ভাগ যা, ভাগ যা। দেখি সাধু ত্রিশূল তুলেছে হাতে। তাড়া খেয়ে পালিয়ে এল

াম চাঁদিপুর। বসে আছি বালিয়াড়িতে। জোয়ারের জল পা ছুঁয়ে যাচ্ছে। ক্যাসুরিনা হাউসের বাতিগুলো একটা দুটো করে নিভল। পুব আকাশে চাঁদ জ্বলল। রাত ক্রমে গভীর হল দূরের বোল্ডারগুলোতে সমুদ্রের জল আছড়ে পড়ে তুফান তুলেছে। চাঁদের আলো মাথায় করে ফেনাগুলো বয়ে নিয়ে আসছে পাড়ে। মাঝ সমুদ্রে সিগন্যাল পোস্ট আর মাছ ধরার ট্রলারের আলোগুলো জ্বলছে নিবছে, জ্বলছে নিবছে। তারার মিটিমিটির সাথে তার মিল দেখছি, এমন সময় দেখি রাতের পোলী পোষাক পড়ে দুই চন্দ্রবদন কন্যা দুই মন পবনের নাও বেয়ে ভেসে আসছে পাড়ের দিকে। কাছে আসতে অবয়ব স্পষ্ট হল। আমি বললাম, একি এতো আমার বদ্রীকা। প্রণব বলল, একী এতো আমার অর্পিতা। বাতাসের জুতো পায়ে বদ্রীকা আর অর্পিতা আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। বলল চল বাড়ী চল। আমরা বললাম, আমরা তো বাড়ী বানাইনি। আমাদের বালির বাড়ি ভেঙে গেছে, মাটির বাড়ী গলে গেছে। পাথরের বাড়িতে একা থাকতে দেয় না। বদ্রীকা আর অর্পিতা বলল, তোমরা ভালোবাসা দিয়ে বাড়ি বানিয়েছো কী? ভালোবাসার বাড়ি ভেঙে পড়ে না, গলে যায় না, একাও থাকতে হয় না। আমরা বললাম ভালোবাসার বাড়ি? সে কেমন, থাকা যায়? বদ্রীকা আর অর্পিতা বলল, চলনা দেখবে চল। বদ্রীকা আমার হাত ধরে তার মনপবনের নাওতে ওঠালো। প্রণব চলল অর্পিতার সাথে। মাঝরাতের চাঁদিপুর, ক্যাসুরিনা হাউস, বোল্ডার আর ঝাউবন তার সাক্ষী থাকলো। আমি-বদ্রীকা, প্রণব-অর্পিতা মনপবনের নাও বেয়ে ভেসে চললাম ঢেউ ভেঙে ভালোবাসার বাড়ীর পানে।